‘দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, মানবিক সহায়তা এবং ইন্টারসেকশনালিটি’ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ

এই প্রকল্পের লক্ষ্য ‘দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, মানবিক সহায়তা এবং ইন্টারসেকশনালিটি’ এর ওপর একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করা।দুর্যোগ ঝুকি সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম দুর্যোগ ও বিভিন্ন সংকট সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্তদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার মতো দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলির জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়। কারণ এই অঞ্চলগুলো প্রতিবছর ভয়াবহ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের মতো ক্রমবর্ধমান ও নতুন সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যও এমন একটি পাঠ্যক্রম অপরিহার্য। আলোচ্য পাঠ্যক্রমটি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিসমূহের মধ্যকার সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারবে।

উদ্দেশ্য

১. স্নাতকোত্তর-এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং উন্নয়নকর্মীদের জন্য ‘দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, মানবিক সহায়তা এবং ইন্টারসেকশনালিটি’ বিষয়ে দুটি পাঠ্যক্রম (১ বছর এবং ১৫ দিনের সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম) তৈরি করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২. উভয় পাঠ্যক্রমকে উন্মুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম (ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স/ওইআর) এর সাথে সম্পৃক্ত করা যাতে উপকরণগুলো যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সহজলভ্য হয়।

এই পাঠ্যক্রম তৈরির প্রথম ধাপে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত বিদ্যমান পাঠ্যক্রম এবং প্রোগ্রামগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে, নতুন পাঠ্যক্রম বিষয়ক গবেষণা দলের সাথে (যারা প্রাথমিক ভাবে এটি প্রস্তত করেছিলেন) আরোও একটি কর্মশালার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও মন্তব্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর ফলাফলসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল যাতে তারা তাদের বিদ্যমান পাঠ্যক্রমটি আধুনিকিকরণ এবং ইন্টারসেকশনালিটিকে কেন্দ্র করে মানবিক সহায়তার ব্যাপারে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই পাঠ্যক্রম প্রকল্পটি ইতোমধ্যে একটি একাডেমিক কার্যক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, এটি শিক্ষার্থীদের আধুনিক বা সমসাময়িক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জ্ঞান এবং পেশাদারি দক্ষতা প্রদান করবে। সেইসাথে এই ক্ষেত্রটিতে দক্ষ পেশাদার জনবল তৈরি করতেও সক্ষম হবে।

২০২২ সালের এপ্রিলে "ডিআরআর, মানবিক প্রতিক্রিয়া এবং ইন্টারসেকশনালিটি" বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম। সেন্টার ফর ডিসঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) বাংলাদেশের প্রশিক্ষকদের দ্বারা সুপারিশপ্রাপ্ত

ছবিস্বত্বঃ মোঃ আওফা ইসলাম

প্রকল্পের ফলাফল

'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, মানবিক সহায়তা এবং ইন্টারসেকশনালিটির' ওপর দুটি পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো - পেশাদার এবং উন্নয়ন কর্মীদের জন্য একটি ১৫ দিন ব্যাপী সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামটি ২০২২ সালে ঢাকাতে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছিল। প্রোগ্রামটির পাঠ্যসূচি চারটি প্রধান বিষয়কে বিবেচনায় রেখে তৈরি করা হয়েছিল:

১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

২. মানবিক সাড়া প্রদান

৩. জনস্বাস্থ্য ও

৪. ইন্টারসেকশনালিটি।

প্রোগ্রামটির জন্যে সর্বমোট ৬০ জন আবেদন করেন যার মধ্যে ৩০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং চূড়ান্তভাবে ২১ জন শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ পায় (৪ জন মহিলা এবং ১৩ জন পুরুষ)। কর্মজীবী শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য প্রোগ্রামটিতে অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সন্ধ্যায় ক্লাস পরিচালন করা।

দ্বিতীয় পাঠ্যক্রমটি হলো - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, মানবিক সহায়তা এবং ইন্টারসেকশনালিটির ওপর এক বছরের একটি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম। এই পাঠ্যক্রমটি ১৫ দিনব্যাপী সার্টিফিকেট প্রোগ্রামটিতে অংশগ্রহণকারীদের মতামত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণাসমূহ পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো: জেন্ডার এবং ইন্টারসেকশনালিটি: তত্ত্ব, নীতি এবং অনুশীলন; জনস্বাস্থ্য ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস-এ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি; এবং অন্যান্য কোর্স।

সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশকৃত বিষয়সমূহ:

- মানবিক উন্নয়নে ক্রিয়াশীল নানান যোগসূত্র এবং মানবিক সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কোর্স পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা, এবং তার সাথে স্বল্পসংখ্যক বিষয় নির্বাচন করে সেগুলির ওপর কমপক্ষে দুটি সেশনের ব্যবস্থা করা।
- ইন্টারসেকশনালিটির ওপর আরোও কিছু লেকচার সেশন যোগ করা ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিজ্ঞ উন্নয়নকর্মী ও পেশাজীবীরাও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন প্রোগ্রামের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।
- খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনজীবিকা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের মধ্যে বিদ্যমান আন্তঃসম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- দুর্যোগকালীন জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রের বিভিন্ন তথ্যচিত্র, জরুরী ও সাক্ষাৎকারগুলি প্রথমে সহায়তা প্রদানকারী ও কমিউনিউনিটির সদস্যদের সাথে করা ইন্টারভিউসমূহ কেসস্টাডি হিসেবে নিরীক্ষণ করা জরুরি।
- জেন্ডার সংবেদনশীলতার আরও কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: বিষয় সংশ্লিষ্ট উন্নয়নকর্মী ও পেশাজীবীদের দ্বারা মানবিক সাড়াপ্রদানের আক্রান্তদের সার্বিক সুরক্ষার ব্যাপারটি নিশ্চিতকরণ।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এর সাথে ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ), মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তা আরও ব্যাপকভাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরন করা যেতে পারে।

১৭ ডিসেম্বর ২০২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রিপ সাউথ এশিয়া পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন দল/কমিটি একটি কর্মশালার আয়োজন করে যেটি " ইনটেগ্রেটিং ইন্টারসেকশনালিটি ইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস" নামে পরিচিত।
ছবিস্বত্বঃ আশিষ সরকার

'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর), মানবিক সহায়তা এবং ইন্টারসেকশনালিটি' পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি)

www.grripp.net

জেন্ডার রেসপন্সিভ রিজিলিয়েন্স অ্যান্ড ইন্টারসেকশনালিটি ইন পলিসি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস (গ্রিপ) একটি ইউকেআরআই কালেক্টিভ ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প যার লক্ষ- 'নেটওয়ার্কিং প্লাস পার্টনারিং ফর রিজিলিয়েন্স'

GRRIPP Gender Responsive Resilience & Intersectionality in Policy & Practice
UK Research and Innovation
GCRF Global Challenges Research Fund